

১) চাহিদা ও সুযোগের ধারণা :

২) চাহিদা :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে একজন ডোক্টা  
একটি ড্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম থাকে  
তাকে ঐ ড্রব্যের চাহিদা বলে।

উদাহরণ : ধরা যাক, রহিম আর্থিকভাবে অসুস্থ। সে একটি  
মোটর গাড়ী কেনার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন কিন্তু তা  
ক্রয় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। কাজেই রহিমের  
মোটর গাড়ির জন্য আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যাবে না।

অর্থনীতিবিদ বেনহামের মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কেউ  
বিভিন্ন দামে একটি ড্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে  
প্রস্তুত থাকে তাকে ঐ ড্রব্যের চাহিদা বলে।"

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, কোনো কেউ বা ডোক্টার  
একটি নির্দিষ্ট ড্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য  
বা ক্রয়ক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে  
তবেই তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা বলে।

২৬ চাহিদাৰ উপাদান জিনটি । যথা :

১। কোনো দ্ৰব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ।

২। দ্ৰব্যটি ক্ৰয়ৰ জনা প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ থাকা ।

৩। অৰ্থ ব্যয় কৰে দ্ৰব্যটি ক্ৰয়ৰ ইচ্ছা ।

উপৰোক্ত, ৩ টি বৈশিষ্ট্যৰ যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকিলে তা চাহিদা বুলি গণ্য হয় না ।

২৭ যোগান :

একটি নিৰ্দিষ্ট সময়ত একেটি নিৰ্দিষ্ট দামত একজন উৎপাদক বা বিক্ৰেতা যি পৰিমাণ দ্ৰব্য বিক্ৰয় কৰাত প্ৰস্তুত থাকে তাকে এ' দ্ৰব্যৰ যোগান বুলি । যোগান সঙ্কটৰ সময়ত হ'ও পাৰে না বা সঙ্কটৰ চেয়ে কম হ'ও পাৰে কিন্তু বেছি হ'ও পাৰে না ।

অধ্যাপক মেৰ্সান বুলে . " কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিভিন্ন সম্ভাব্য দামত কোনো দ্ৰব্যৰ যি পৰিমাণ বিক্ৰয়ৰ জন্য উপস্থাপন কৰা হয় , তাৰ তালিকাকে যোগান বুলি ।

যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কবিম একজন চাল বিক্রেতা  
তার দোকানে ১০ মণ চাল আছে বিক্রয়ের জন্য এবং  
বাজারে চালের দাম প্রতি কেজি ৫০ টাকা। ৫০ টাকা দরে  
কবিম চাল বিক্রি করতে চায় ৮ মণ।

তাহলে এখানে যোগানের পরিমাণ হবে ৮ মণ।

(খ) চাহিদাবিধি ও যোগান বিধি :

ক) চাহিদাবিধি, সূচি ও চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা :

চাহিদাবিধি : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে (ক্রেতার,  
আয়, রুচি, অধ্যয়ন, পরিবর্তন ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম,  
বাজারে ক্রেতার সংখ্যা প্রভৃতি) একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো  
দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেল চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়,  
দাম হ্রাস পেল চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দাম ও  
চাহিদার এই ক্রিয়াগত সম্পর্ককে চাহিদাবিধি বলে।

নিম্নে চাহিদা সূচি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ধারণার  
প্রত্যাশিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

চাহিদাসূচি : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে একজন চোঙা যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম থাকে তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা সূচি বলে।

বাজারে সকল ক্রেতার চাহিদা সূচি যোগ করে বাজার চাহিদা সূচি পাওয়া যায়।

মনেকরি, চাহিদা সমীকরণ,  $Q_d = 10 - 2P$  প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ থেকে চাহিদা সূচি,

∴ দ্রব্যের দাম  $P$  এর বিভিন্ন মানে  $Q_d$  চাহিদা থেকে সূচি প্রস্তুত করা হলে :

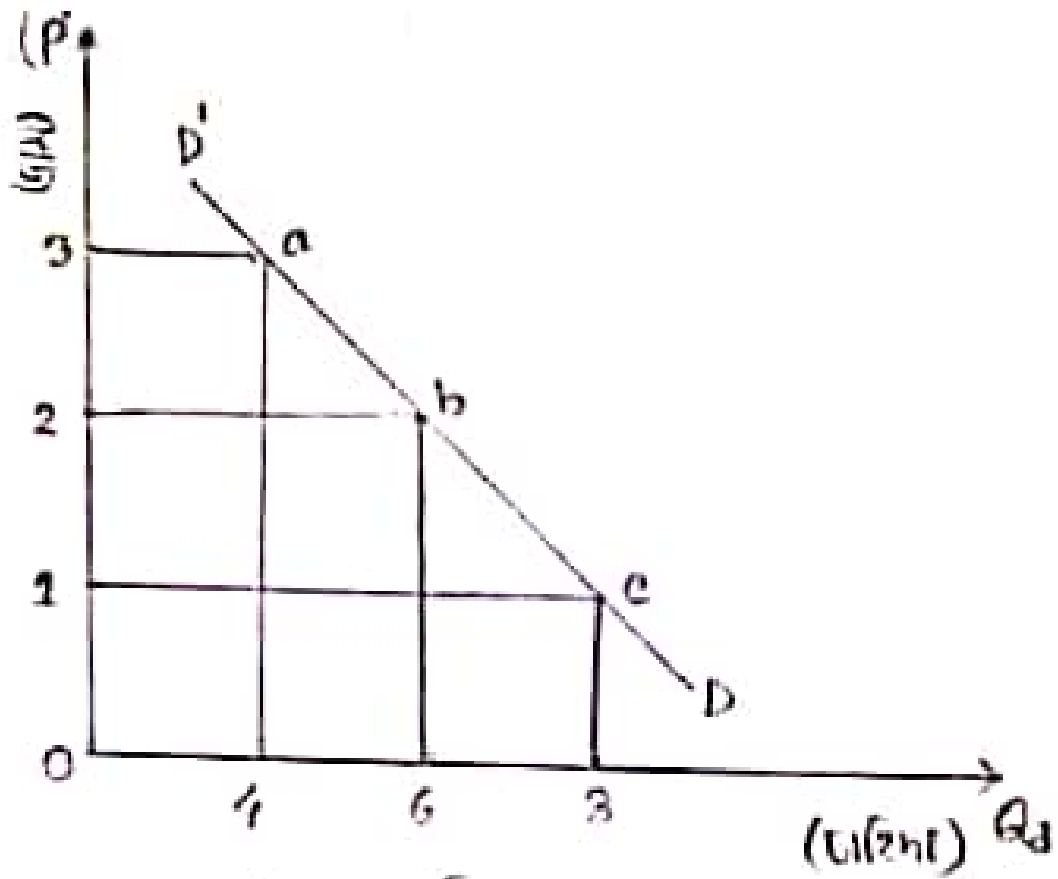
$$P = 1 \text{ হলে, } Q_d = 10 - 2 \times 1 = 8$$

$$P = 2 \text{ হলে, } Q_d = 10 - 2 \times 2 = 6$$

$$P = 3 \text{ হলে, } Q_d = 10 - 2 \times 3 = 4$$

দাম (P)	চাহিদা ( $Q_d$ )
1	8
2	6
3	4

উক্ত সূত্রের ভিত্তিতে নিম্নে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : চাহিদা রেখা

চাহিদা রেখা : চাহিদা সূত্রের জ্যামিতিক প্রকাশকে চাহিদা রেখা বলা হয়।

চিত্র ব্যাখ্যা : চিত্রে লম্ব অক্ষ দাম (P) এবং হ্রাস পূর্ণ অক্ষ ড্রায়েব পরিমাণ (Qd) পরিমাপ করা হয়েছে। ড্রায়েব দাম ১ টাকা হলে পরিমাণ পাওয়া যায় ৮ একক যা c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। অনুরূপভাবে দাম ২, ৩ টাকা হলে পরিমাণ ৬ ও ৪ একক পাওয়া যায় যা b ও a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c যোগ করে DD' চাহিদা রেখা

পাওয়া যায়, যাতে দাম বৃদ্ধি পেলো চাহিদা হ্রাস পায়।  
আবার দাম হ্রাস পেলো চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চাহিদা  
বিধি কার্যকর হয়।

উল্লিখিত চাহিদা সূচি এবং চিত্রে দেখা যায় যে, অন্যান্য  
অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলো চাহিদা হ্রাস  
পায় আবার দাম হ্রাস পেলো চাহিদা বৃদ্ধি পায় যা চাহিদা  
বিধিকেই প্রকাশ করে।

ক) যোগানবিধি, সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা :

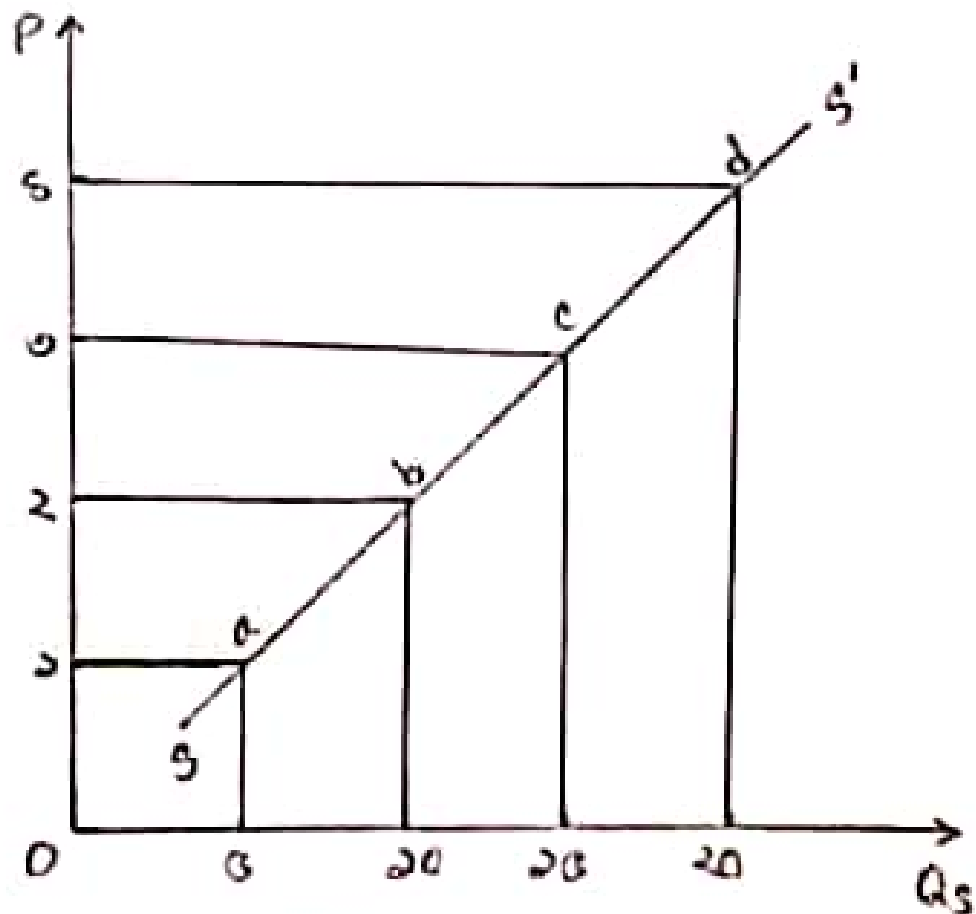
যোগানবিধি : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে একটি  
নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলো যোগানের  
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দাম হ্রাস পেলো যোগানের পরিমাণ  
হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের এই ত্রিমাত্রক সম্পর্ককে  
যোগান বিধি বলে।

যোগানসূচি : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন  
দাম যোগানের বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকার মাধ্যমে  
প্রকাশ করা হয় তাকে যোগান সূচি বলে। এই বিধিতে  
দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের সম্মুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

যোগান বিধিকে নিচের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো :

দ্রব্যের দাম (P)	যোগানের পরিমাণ (Q <sub>s</sub> )
১	৫
২	১০
৩	১৫
৪	২০

সূত্রিতে, দ্রব্যের দাম ১ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ ৫ একক। দাম বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০, ১৫ ও ২০ একক হয়। দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলে সূত্রটি যোগান বিধি নির্দেশ করে।



চিত্র : যোগান রেখা

যোগান রেখা ও চিত্র ব্যাখ্যা : যোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশকে যোগান রেখা বলে ।

চিত্রে ভূমি অক্ষ যোগানের পরিমাণ  $Q_1$  এবং দাম অক্ষ দাম দেখানো হলো । সূচিতে প্রাপ্ত দাম ও যোগানের বিভিন্ন পরিমাণের পরিমাণ থেকে  $a, b, c$  ও  $d$  সমন্বয় বিন্দুগুলো পাওয়া যায় । দাম ও যোগানের পরিমাণের এই সমন্বয় বিন্দু গুলো যোগ করে  $SS'$  রেখা পাওয়া যায় ।  $SS'$  রেখাই দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্য খণ্ডিতক সম্পর্ক প্রকাশ করে । তাই রেখাটি উর্ধ্বগামী এক এটাই যোগান বিন্দু ।

(৩) ভারসাম্য অবস্থা :

৩.১ ভারসাম্য : ভারসাম্য শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Equilibrium' যার অর্থ সমান বা সমতা । পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি শক্তি যখন একটি সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়, যে অবস্থা হলে তাদের নড়াচড়া কোনো সম্ভাবনা থাকে না তাকে ভারসাম্য বলে । অধ্যাপক লাইবাকফ্রিক বলেন, " ভারসাম্য হলো এমন একটি অবস্থা যেখান থেকে



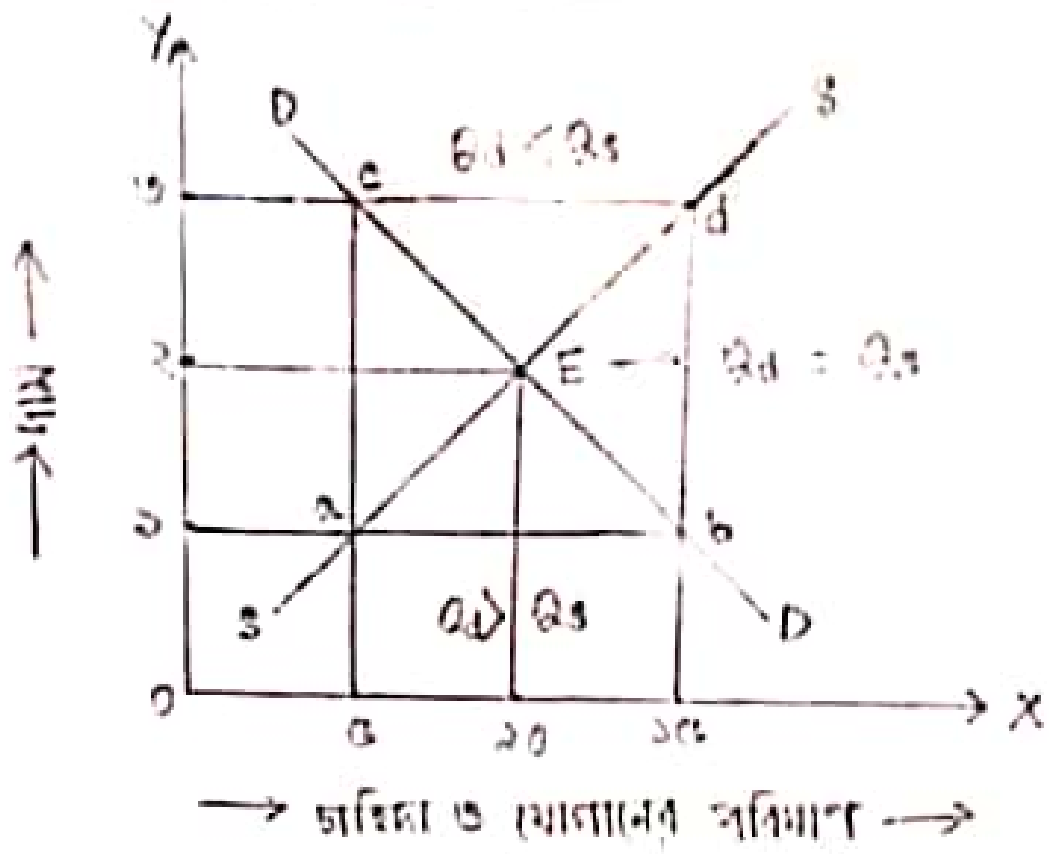
পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা থাকে না।”

সূচির মাধ্যমে ব্যাখ্যা : নিচ সূচির মাধ্যমে ডারমাম্য দাম ও পরিমাণ দেখানো হলো :

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ ( $Q_d$ )	যোগানের পরিমাণ ( $Q_s$ )	পরিমাণের সম্পর্ক	দামের অবস্থা
১	১৫	৫	$Q_d > Q_s$	দামের ঊর্ধ্বগতি
২	১০	১০	$Q_d = Q_s$	ডারমাম্য
৩	৫	১৫	$Q_d < Q_s$	দামের নিম্নগতি

তালিকা : ডারমাম্য

সূচিতে দেখা যায় যে, দাম ১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ ও ৩ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১৫ একক থেকে যথাক্রমে ১০ ও ৫ একক হয়। অন্যদিকে যোগানের পরিমাণ ৫ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১০ ও ১৫ একক হয়। ১ টাকা দামে  $Q_d > Q_s$  হলে দাম বাড়ে থাকে আবার ৩ টাকা দামে  $Q_d < Q_s$  হলে দাম হ্রাস পাবে বা দামের নিম্নগতি প্রবণতা কার্যকর হবে। ২ টাকা দামে  $Q_d = Q_s$  হলে একটি ডারমাম্য দাম এবং এই ডারমাম্য দামে চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিমাণ ১০ একক। তাই এটি ডারমাম্য পরিমাণ।



চিত্র : আকস্মিক দাম ও পরিমাণ নির্ণয়

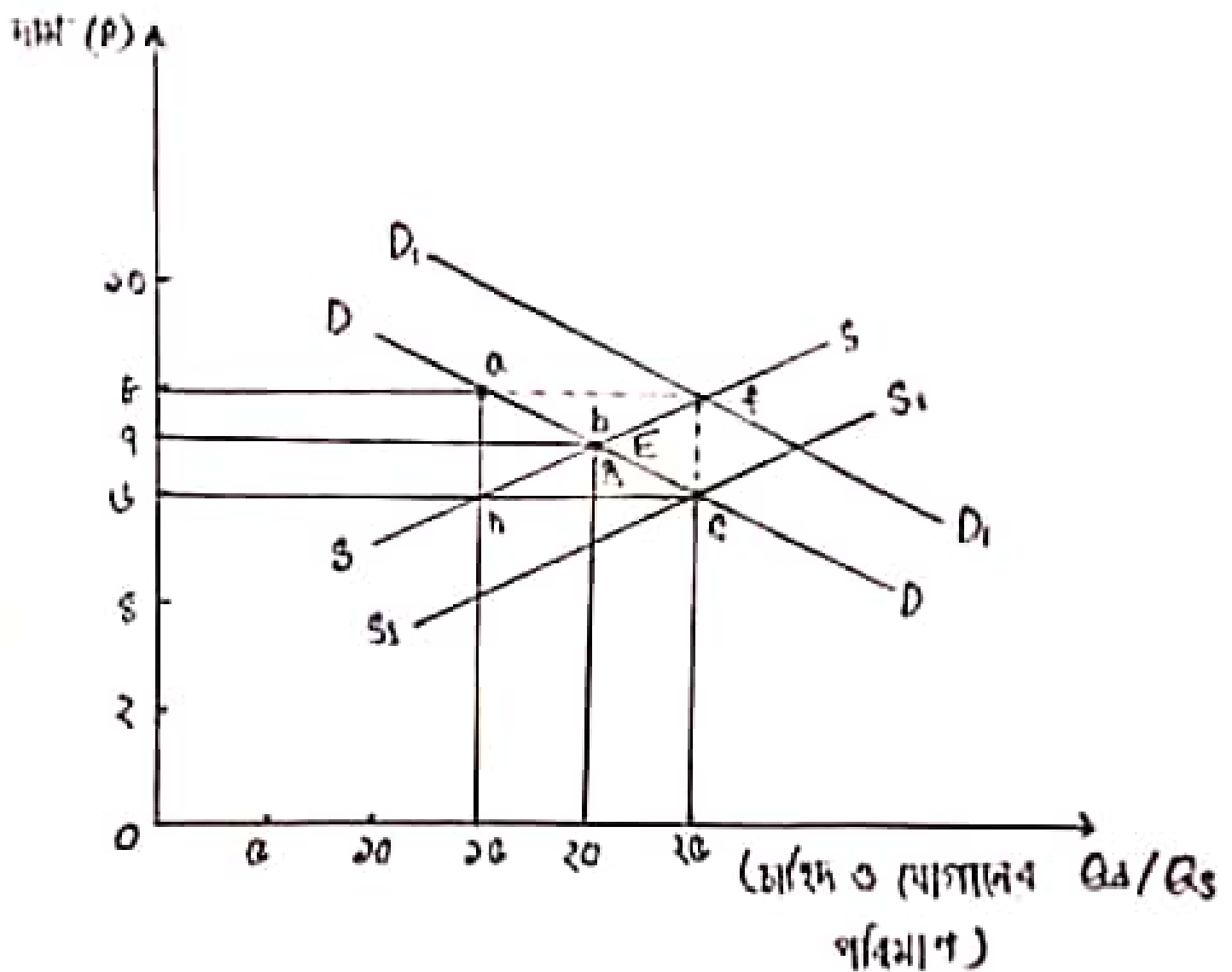
চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা : চিত্রে OX অক্ষ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষ দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। সূচিতে প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে DD চাহিদা রেখা ও SS যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো। চিত্র থেকে স্পষ্ট যে, ১ টাকা দাম চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের চেয়ে ab বেশি। আবার ৬ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণের চেয়ে যোগানের পরিমাণ ab পরিমাণ বেশি। তাই উভয় অবস্থাতেই আকস্মিক অর্ধিত হয় না। একমাত্র ২ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান বলে এ অবস্থায় আকস্মিক অর্ধিত হয়।

ছিন্নুযায়ী . E বিন্দু আবসাম্য অবস্থা নির্দেশ করে । কেননা,  
E বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান রেখা একে অপরকে ছেদ  
করেছে । এ ছেদ বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ (Qd) ও যোগানের  
পরিমাণ (Qs) পরস্পর সমান । ফলি আবসাম্য দাম ২ টাকা ও  
আবসাম্য পরিমাণ ১০ একক । এভাবে আবসাম্য দাম ও পরিমাণ  
নির্ধারিত হয় ।

আবসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণের ঔপকোণ্ড বিশ্লেষণ  
মূলত সূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় সঙ্গণীয় ।  
সূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক  
দ্রাও-প্রতিদ্রাও বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা এই এভাবে আবসাম্য  
দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে ।

(b) দামের উঠা-নামায় চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্ভর :

দাম উঠা নামায় ফলে যোগানের উত্থ : চাহিদার পরিমাণ চিত্রের আশেখ্য নিম্ন দেখানো শূন্য :



চিত্র : অবস্থায় দাম ও পরিমাণ

চিত্রে আবহাওয়া দাম ৭ টাকা এবং আবহাওয়া চাহিদা ও যোগানের  
 পরিমাণ ২০ কেজি। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধি পেয়ে যখন ৮  
 টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ ১৫ কেজি কিন্তু যোগানের  
 পরিমাণ ২৫ কেজি। এক্ষেত্রে ১০ কেজি অতিরিক্ত যোগান সৃষ্টি  
 হয়। এ অবস্থায় বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার  
 জন্য দাম হ্রাস করবে এবং শেষ পর্যন্ত E বিন্দুতে নতুন অর্ডার  
 আবার দাম হ্রাস পেয়ে যখন ৬ টাকা হয় তখন চাহিদার  
 পরিমাণ ২৫ কেজি কিন্তু যোগানের পরিমাণ ১৫ কেজি। এক্ষেত্রে  
 ১০ কেজি অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় চাহিদা  
 বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ক্রেতার দাম E তে না পেহিনো  
 পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

দামের উঠানামার ফলে অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে  
 চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন হয়। এই বিষয়টি  
 চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার  
 মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা } (E_p) = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

চিত্রে প্রাথমিক দাম ৭ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮ টাকা হলে অর্থাৎ ১৪.২৮% বৃদ্ধি পেল তখন চাহিদার পরিমাণ ২০ কেজি থেকে ২৫ কেজি হলে। অর্থাৎ ২৫% হ্রাস পেল সুতরাং চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ১.৭৫%। সুতরাং এখন দেখতে পাচ্ছি দাম ১৪.২৮% বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ ২৫% হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে নিম্নের মূলের আলোকে, দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন নির্ণয় করতে পারি।

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Es)} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণের হতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের হতকরা পরিবর্তন}}$$

আবার, চিত্রে দেখতে পাচ্ছি E বিন্দুতে অকম্প্য অর্জিত হয়েছে। এখন ক্ষেত্রের আয়, কচ বা অভ্রামের পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার পরিবর্তন হয় তাহলে অকম্প্য দাম ও অকম্প্য পরিমাণের পরিবর্তন হবে। যদি আমরা নতুন চাহিদা রেখা  $D_1$  এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। অতখন নতুন অকম্প্য বিন্দু হতে F নতুন অকম্প্য দাম ৮ টাকা এবং নতুন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ২৫ কেজি।

আবার যদি চাহিদা ঠিকর থেকে ঠেপাদানের কল্যাক্ষিন, আবহাওয়া ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তা হলেও ডাকমাম্য দাম ও ডাকমাম্য পরিমাণের পরিবর্তন হবে। যেটি আমরা নতুন যোগান রেখা ৩<sub>১</sub> এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। এখন নতুন ডাকমাম্য কিছু হবে ৫ নতুন ডাকমাম্য দাম ৬ টাকা এবং নতুন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ২৫ কেজি।

মূলত ডাকমাম্য অকথায় পরিবর্তন নির্ভর করে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার পরিবর্তনের দিক ও মাত্রার উপর। এছাড়া চাহিদা এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আনতে হবে।